কালীগঞ্জে জমি দখল ও লুটপাটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসতভিটা দখল ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন এক ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারটির দাবী বিজ্ঞ আদালত একাধিকবার তার পক্ষে রায় দিলেও পতিত সরকারের সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি তার বসত ভিটা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন কালীগঞ্জ উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ফয়লা গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে লতিফুল আলম। সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী জেবা বানু ও বোনের শ^শুর ওসমান আলী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রফিকুল আলম বলেন, কালীগঞ্জের পাইকপাড়া গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব বিভিন্ন সময় চাপে ফেলে তার বাড়ি দখল করার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আব্দুল ওহাব ও তার সহযোগীরা গত বছরের অক্টোবর মাসে তার স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন এবং মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

লতিফুল আলম দাবি করেন, তিনি আদালতে করা একাধিক মামলায় রায় পেয়েছেন। আদালত আব্দুল ওহাবকে উক্ত জমিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও তা অমান্য করে তার বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনাটি পুলিশকে জানালে স্থানীয় থানার কর্মকর্তারা মালামাল নিতে বাধা দেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মামলার তদন্ত প্রভাবিত করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানো হচ্ছে। এমনকি সেনাবাহিনীর স্থানীয় একটি ক্যাম্পে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে বাড়ি ছাড়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবী করেন, নিজের বসতভিটা রক্ষায় তিনি একাধিকবার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু প্রভাবশালী মহলের কারণে ন্যায্য বিচার পেলেও বাড়ি রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[redacted]

[redacted]

জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন

বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই ঘোষণাপত্র ও জুলাই সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার সদস্য সচিব রত্না খাতুন। সেসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির আহ্বায়ক আনিচুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক হুমায়ন কবির, জুলাই যোদ্ধা রাহাত মিয়া, মাসুম বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম মানিকসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, আমাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি ‘জুলাই ঘোষণা পত্র’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যে ত্রিশ কার্যদিবসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই সময়সীমার মধ্যে আর মাত্র তিন কার্যদিবস বাকি থাকলেও এখনো পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, যে কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি আমাদের আন্দোলনের একক উদ্দেশ্য নয়, বরং দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য প্রত্যাশারই প্রতিফলন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গণঅভ্যুথানের পর ছাত্র-জনতার আকাংখা জুলাই ঘোষণাপত্র, গণহত্যার বিচার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার প্রয়োজন। যা এখনও পর্যন্ত বর্তমান সরকার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যার্থ হয়েছে। আমরা আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রদাণ, গণহত্যার বিচার শুরু ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার শেষ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন উপহার দিবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংবাদ সম্মেলনে কামাল উদ্দিন প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রিফাতের মুক্তির জোর দাবি জানান তিনি। তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করে বিচার নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে হারানো ১০৭টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিককে তুলে দিল পুলিশ

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১০৭টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে হারানো ৬ লাখ ৭ হাজার টাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মালিকদের হাতে এসব ফোন ও টাকা তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলোর মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ৬১টি, গাংনী থানার ১৬টি এবং মুজিবনগর থানার ৩০টি রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া ৫ লাখ ১৭ হাজার টাকা ও ভুলক্রমে অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো ৯০ হাজার টাকাসহ মোট ৬ লাখ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়, যা মেহেরপুর সদর থানার আওতাধীন ছিল।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আব্দুল করিম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি)

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)।

জোর পূর্বক জমি দখল করে নেওয়াই ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

৩৩ বছর দখলে থাকা জমি জোর পূর্বক দখল করেছেন প্রতিপক্ষ আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু। ওই জমি ফেরতের দাবীতে রবিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী হাসান মোল্লা।

সংবাদ সম্মেলন হাসান মোল্লার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগীর ছোট ভাই আব্দুল বাশার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য অমেদুল ইসলাম, জমি বিক্রেতা আব্দুল কুদ্দুস, প্রতিবেশী আলমগীর বিশ্বাস, আব্দুর রশিদ ও রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, গেল ৩৩ বছর হল আমেনা খাতুন ও আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে ১৬৯ শতক জমির মধ্যে ৯৭৪, ৯৭৫, ১৬৬৭ দাগের ডাঙ্গা শ্রেণিভুক্ত ৮৮ (আটাশি) শতক জমির মধ্যে ৭১ (একাত্তর) শতক জমি ইং ১৭/১২/১৯৯১ তারিখে ২৯৫৯ নং দলিল মূলে ক্রয় করি। সে থেকে আমি ভোগ করে আসছি।

গেল ০৯-০১-২৫ তারিখে এলাকার কিছু ভাড়াটিয়া মানুষদের নিয়ে গিয়ে সে জমি দখল করেছেন। যার মধ্যে ছিলেন, আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু, সাইফুল ইসলাম, আঃ ছাত্তার, আমির হোসেন।

তিনি আরো বলেন, তফসীল বর্ণিত জমি নিয়া বিবাদীরা ইতিপূর্বে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগে পেক্ষিতে কোটচাঁদপুর থানা থেকে ঘটনাটি তদন্তে সরজমিনে যান। এরপর উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই অন্তে আমার জমির পরিমাণ ও ভোগ দখল সঠিক আছে বলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়া দেন। বিবাদীরা ওই মিমাংসা অমান্য করে জোর পূর্বক অবৈধভাব ভাড়াটি সন্ত্রাসিদের সহযোগিতায় দখল করে

নিয়েছেন।

বলেছেন, এরপরও যদি ওই জমির পাশে যায়,তাহলে তারা আমার ও আমার পরিবারের মানুষদেরকে মেরে ফেলবে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্তায় দিন যাপন করছি। এ ব্যাপারে তিনি সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাথে সাথে ওই জমি ফেরত পেতে সহায়তা ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু বলেন, ওইটা আমার মায়ের জমি। ওয়ারিশ সুত্রে আমি পেয়েছি। আমি কারোর জমি দখল করি নাই। তারাই জমি দখল করে নিয়েছেন। তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা মিথ্যা।